মেহেরপুরে ভেজাল বীজ ও বৈরী আবহাওয়ায় ফলন বিপর্যয়ে শসা চাষিরা

একদিকে অনুন্নত বীজ, অন্যদিকে অবহাওয়া অনুকুল না থাকায় ফলন বিপর্যয়ে কপাল পুড়েছে মেহেরপুরের অন্তত শতাধিক কৃষকের। এতে শসা চাষিরা মোটা অংকের টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী দেশি জাতের শসার বীজের পরিবর্তে অন্য জাতের বীজ সরবরাহ করায় এমন ঘটনা ঘটেছে বলে দাবী চাষীদের। কৃষি বিভাগ বলছেন, চাষিরা লিখিত অভিযোগ করলে বীজের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন মাঠ ঘুরে দেখা গেছে, মাচা পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীণ শসা আবাদ করেছেন শতশত কৃষক। শসা’র গাছ ভাল হলেও গাছের ডগায় শসা হচ্ছেনা। গ্রামের বিভিন্ন বীজ ভান্ডার থেকে দেশী জাতের শসা বলে জমিতে চারা রোপন করলেও শসা উৎপাদনের সময় তা হয়ে উঠেছে হাইব্রীড। ফলনেও বিপর্যয়। শসা’র ফলন বিপর্যয়ে আবাদের খরচের টাকাও উঠবেনা বলে হতাশায় দিন যাপন করছেন চাষিরা। এসময় শসা বিক্রি করে লাভের আশায় ধার দেনা করে আবাদে খরচ করেছেন বাড়তি টাকা। আশায় ছিলেন বর্ষাকালে শসার ভাল দাম পাবেন। কিন্তু চাষিদের সে আশায় ভাটা পড়েছে। ভেজাল বীজের কারনে মাচা ভর্তি শসার গাছ । লতাপাতায় ও ফুলে ভরপুর জমির মাচা। কিন্তু তাতে শসা নেই। গেল বছর যেসকল জমিতে প্রতি সপ্তায় দেড় থেকে দুই মণ শসা পাওয়া যেত, সেই জমিতে এবছর ১৫ থেকে ২০ কেজি শসা পাওয়া যাচ্ছে। এভাবে কম শসা উৎপাদন হলে খরচের টাকাও উঠবেনা বলে হতাশা ব্যাক্ত করেন চাষিরা।

গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের চাষি মিলন হোসেন বলেন, কালিগাংনী মাঠের এক বিঘা জমিতে রকেট জাতের শসা লাগিয়েছি। মেহেরপুর শহরের একটি বীজের দোকান থেকে বীজ সংগ্রহ করেছিলাম। দোকানি দেশী জাতের শসা হবে বলে প্রতিশ্রু দিয়েছিলেন। এসময় শসা পাবো বলে ৪ মাস যাবত পরিচর্যা করে আসছি। অনেক আগে থেকেই আমাদের শসা গাছে শসা ধরার কথা। কিন্তু শসা হচ্ছেনা। আর যা হচ্ছে তা হাইব্রীড। প্রতি বিঘা জমিতে এ মৌসুমে সপ্তাহে ৭০ থেকে ৮০ কেজি শসা পাওয়ার আশা। কিন্তু পাচ্ছি মাত্র ২০ থেকে ২৫ কেজি। প্রতি

মেহেরপুরে তীব্র তাপদাহে ঝরে পড়ছে আম-লিচুর গুটি

তীব্র তাপপ্রবাহ ও অতিখরায় পুড়ছে মেহেরপুর। অসহনীয় গরমে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে মানুষসহ প্রাণীকুল। শুধুমাত্র মানুষ ও প্রাণিকুলই নয়, তাপপ্রবাহের প্রভাব পড়েছে ফসলের উপর।

তীব্র তাপের কারণে বোটার রস শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে আম ও লিচুর গুটি। সু-স্বাদু লিচু ও আমের জন্য বিখ্যাত মেহেরপুর হলেও এবছর আম ও লিচুর মুকুল এসছে। সে মুকুল এখন পরিনত হয়েছে গুটি আকৃতিতে। মুকুল থেকে গুটি আসার সময় অনাবৃষ্টি আর তাপদাহের কারনে পুড়ে যাচ্ছে লিচু ও আমের মুকুল। সেই সঙ্গে ঝরে পড়ছে আম ও লিচুর গুটি।

আরো পড়ুন: গাংনীতে টিউবওয়েলে উঠছে না পানি!

প্রাকৃতিক এই বিরুপ আচরনে চরম দুশ্চিন্তায় জেলার লিচু ও আম চাষিরা। এঅবস্থায় লিচু আর আম বাগানে সেচসহ বিভিন্ন পরিচর্যা করে গাছের লিচু ও আমের গুটি রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন বাগান মালিকরা। কৃষি বিভাগ বলছেন, আবহাওয়ার প্রতিকুলতার মোকাবিলা করে গাছের গুটি রক্ষায় চাষিদের সব ধরনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলরা কৃষি অফিসের তথ্যানুযায়ি, জেলায় লিচুর বাগান রয়েছে ৮০০ হেক্টর জমিতে। এসকল বাগানে,আটি লিচু,বোম্বাই,চিলি বোম্বাই,আতা বোম্বাই ও চায়না-থ্রি জাতের লিচু উৎপাদন হয়ে থাকে। চলতি বছরে জেলায় সাড়ে ৮ হাজার টন লিচুর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। যা দেশের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে অধিক মুনাফা আয় করার আশায় বুক বেঁধেছেন বাগান মালিকরা। কিন্তু গুটি ঝরতে শুরু করায় চাষিদের কপালে এখন চিন্তারভাজ।

এবং আমের বাগান রয়েছে ৩ হাজার ৩৩৬ হেক্টর আম বাগান রয়েছে। গেলো বছর উক্ত বাগানের উৎপাদিত ৪১ হাজার ৩০ মেট্রিক টন আাম উৎপাদন হয়েছিল। যা জেলার চাহিদা মিটিয়ে বাইরের জেলায় ব্যপক চাহিদা পুরুন করা হযেছে। একই সাথে ইউরেরাপের বিভিন্ন দেশেও মেহেরপুরের আম রপপ্তানি করে অধিক মুনাফা আয় করেছেন আম বাগান মালিকরা। ল্যাংড়া,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]